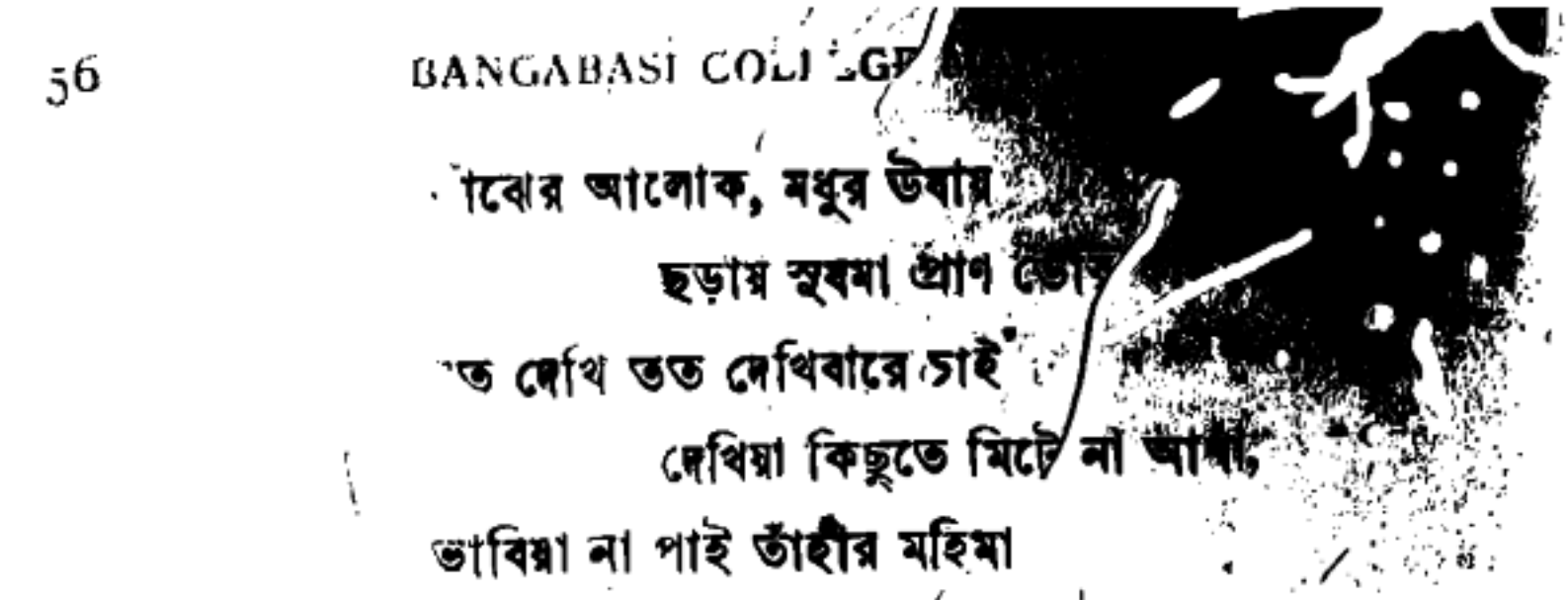

...াঝের আলোক, মধুর উষায়
ছড়ায় সুষমা প্রাণ ভো...
...ত দেখি তত দেখিবারে চাই
দেখিয়া কিছুতে মিটে না আশা,
ভাবিয়া না পাই তাঁহার মহিমা
বর্ণিতে তাঁরে মেলে না ভাষা—
যাঁর করুণার অমৃত-ধারায়
বিহগ-কণ্ঠে স্বরগ-তান
যাঁর কৃপাবলে 'বাতাসে আতর'
নিরাশ হিয়ায় নবীন প্রাণ।

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়,
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, A শাখা।

স্বাগত।

এস ঋতুরাজ পরি ফুলসাজ এস হে ভারতবর্ষে,
মোদের জননী বঙ্গরাণী বরিবে তোমারে হর্ষে।
প্রকৃতি-সুন্দরী সাজায়েছে দেশ আপন মনের মত
বিচিত্র কৌশলে নব পত্রে ফুলে, পেয়েছে যেখানে যত।
নিখিল ভারত করেছে দীপ্ত উজ্জ্বল আলোক-মালায়,
প্রখর সূর্য্য, বিমল চন্দ্র, স্নিগ্ধ তারকা আকাশ-গায়।
করিতে ব্যজন এসেছে পবন লইয়ে মলয় বায়;
ধোয়াতে চরণ শিশির-কণিকা ঝরিবে তোমার পায়।
রক্ত-বরণ পত্রিকা-নিচয় ধরিয়া আপন শিরে,
বিটপী সতত প্রহরীর মত দাঁড়ায়ে তোমার তরে।

সাবক। ভূষিত নীলিমা-কিরীট লওহে মাথার'পর,
কোহিনূর মত চন্দ্রমা সতত ভাতিবে মাঝেতে তা'র।
বসি পিকবর শাখীর উপর পঞ্চমে তুলিয়া তান,
কুহু কুহু স্বরে গাহিছে সাদরে তব অভিষেক-গান।
বহুদিন পরে বরষ অন্তরে পাইয়া তোমারে আজি,
সবাই এখন আনন্দে মগন জড়তা আলস্য ত্যজি।

শ্রীহারানন্দ সেন গুপ্ত,
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, C শাখা।

জ্বলিল না।

কতবার চাহিয়াছি জ্বালাতে প্রদীপ মোর
নিভে গেছে, মিশে গেছে মলিন আঁধারে ঘোর।
শুষ্ক প্রদীপখানি তৈলহীন ধ'রে বুকে
দিবস যামিনী মম কেটে যায় দুখে দুখে।
রচেছি যে শিখাখানি রাখিতে পারি না আর
জ্বলিবার আশা হায়! পূরিল না কভু তা'র।
ভাবিতেছি বসে তাই সে দীপের কিবা কাজ
প্রাণের রচিত শিখা জ্বলিল না যার মাঝ।

শ্রীরাধাগোপাল সরকার,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।